**বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট চত্বর, ঢাকা, সোমবার, ০৪ নভেম্বর ২০১৩, ২০ কার্তিক ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

মিডিয়া রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ। দেশের চোখ। সমাজের দর্পণ। উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। সাংবাদিকরা হচেছন মিডিয়ার প্রাণ। তাদের পেশাগত মান উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণে আটতলা পিআইবি ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে দেশে প্রথমবারের মতো সাংবাদিকতার বিকাশ ও সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের লক্ষে জাতীয় প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকল্প অনুমোদন করেন। ডরমিটরি, ক্যাফেটেরিয়া, বক্তৃতা কক্ষ ও পাঠাগারসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাজেটে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেন।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর সামরিক সরকার শুধু সাংবাদিকদের উন্নয়ন প্রকল্পই বন্ধ করেনি। সামরিক ফরমান জারি করে সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে। তখন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা Press Advice দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। বিএনপি আমলেও এই Press Advice প্রথা চালু ছিল।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ছিয়ানব্বইয়ে সরকার গঠন করার পর মিডিয়া ও সাংবাদিকদের উন্নয়নে উদ্যোগ নেই। প্রথমবারের মতো বেসরকারী খাতে টিভি চ্যানেল চালুর অনুমোদন দেই। সাংবাদিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করি। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করি।

আমি ২০০০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। আজ ভবনটি উদ্বোধন করছি। জাতির পিতার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পেরে আমি গর্বিত।

নবনির্মিত ভবনে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সুবিধা আরও বাড়ানো হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি আইটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ভবনটি দেশের সকল সাংবাদিকের পেশাগত মান উন্নয়নে পীঠস্থানে পরিণত হবে বলে আশা করি।

সুধিমন্ডলী,

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির পথ-প্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত না হলে হয়তো সাংবাদিকই হতেন। আপনারা জানেন, ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ-এর এদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক-বান্ধব ছিলেন। তিনি যখন পাকিস্তানী শাসন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন, তখন সংবাদকর্মীরা ছিলেন তাঁর সহায়ক শক্তি।

জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছিলেন, ‘‘গণতন্ত্রের একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এ দুটো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারব।''

দুঃখজনক হচ্ছে, আজও অনেকে গণতন্ত্র ও সাংবাদিকতার নীতি এড়িয়ে যেতে চান। সংবিধান মানতে চান না। অসত্যকে সুগার কোটেড করে পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠক-দর্শককে বিভ্রান্ত করতে চান। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে মদদ দেন। কিছু মহলের এই অপচেষ্টা শুধু স্বাধীনতাবিরোধী ও তাদের অনুসারীদেরকেই উৎসাহিত করবে। তারা আরও সহিংস ও দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। যা শান্তিপ্রিয়, গণতন্ত্রমনা ১৬ কোটি মানুষের কাম্য নয়।

তাই বঙ্গবন্ধুর সেই উদ্ধৃতিটি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যদি মুখে এক কথা বলেন, আর করেন আরেকটা তাহলে গণতন্ত্রে ঝুঁকি বাড়ে। অপসাংবাদিকতার জন্ম হয়। জনগণের নির্ভরতার স্থানগুলো দুর্বল হয়। তাই মিডিয়াকে এ ব্যাপারে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আজকাল মিডিয়াতে দেখি, অনেকেই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতো মতামত দেন। তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। জবাবদিহিও করতে হয় না। শুধু সরকার ও রাজনীতিবিদ নয় সকলকেই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। মিডিয়াকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এজন্য মিডিয়ার মালিক-সাংবাদিকসহ সবাইকে বস্ত্তনিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধানী হতে হবে। উৎসের গভীরে যেতে হবে। গবেষণা করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্যই আমরা পিআইবিকে শক্তিশালী করেছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ২০০৮ এর নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করি। আমরা মিডিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অবাধ তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা দেই।

বর্তমান সরকারের পৌনে পাঁচ বছর শেষে আমরা গৌরবের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ এখন অনেকটাই ডিজিটাইজড। ডিজিটাল সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নতুন প্রজন্মের জ্ঞানলাভ সহজ হয়েছে। এই সুবিধা মিডিয়া, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী, গ্রামের নারী ও কৃষক, রোগী, বিভিন্ন সেবা গ্রহণকারীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ভোগ করছে।

অনলাইন মিডিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক ওয়েবসাইটগুলোর ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে। অপব্যবহারও হচ্ছে। এসব বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো হবে।

আমরা এবার ক্ষমতায় আসার পর গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করেছি।

এবার ১৭টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কমিউনিটি রেডিও চালু হয়েছে। এতে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হচ্ছে। সাংবাদিকদের হয়রানি বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানার পরিবর্তে সমন জারীর বিধান করে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের কল্যাণে সাংবাদিক সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা করা হয়েছে। জরুরী প্রয়োজনে তারা এখন অনেক বেশী সহায়তা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও সহায়তা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের যথাযথ বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে অষ্টম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মিডিয়া এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে এ স্বাধীনতা যথাযথ ব্যবহার না করলে তা মিডিয়া ও দেশের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে।

ইদানিং হরতাল-অবরোধের নামে গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের যানবাহন ভাঙচুরের শিকার হচ্ছে। ধর্মান্ধরা গণমাধ্যমের কন্ঠরোধের পাঁয়তারা করছে। অনেকে গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অশালীন ও আক্রমণাত্মক কথা বলেন। তারা গণতন্ত্রের জন্যও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে এসব অপশক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে। দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে আরও তৎপর হতে হবে।

সাংবাদিকদের গবেষণা জোরদার করতে প্রশিক্ষণ মডিউল ও কৌশল যুগোপযোগী করতে প্রেস ইনস্টিটিউটকে আরো উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানাই। যাতে প্রশিক্ষিত সাংবাদিকরা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। বস্ত্তনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে উদ্বুদ্ধ হয়। দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে আরও নিবেদিত হয়। যাতে জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চিরস্থায়ী হয়।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান সরকারের সময় ৫ হাজার ৮০৩টি নির্বাচন-উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬৪ হাজার ২৩ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি। সাংবাদিকরা এর প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার পূরণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে চাই। সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে চাই।

সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে সাংবাদিকদেরও অবদান রাখার আহ্বান জানাই। যাতে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়।

তরুণ প্রজন্ম সাংবাদিকতা পেশায় আরও উৎসাহী হবে এ আশা ব্যক্ত করে আমি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।